যুগান্তর

তারিখ ... 2 9 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙছে না ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সুপারিশ

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙছে না। বিভাগীয় পর্যায়ে ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশ করা হয়েছে। আর যেসব অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে, তা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয়কেই কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে দেয়া সংক্রান্ত সরকার গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটি এই সুপারিশ করতে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে। কমিটির এই সিদ্ধান্তের কারণে সারাদেশে প্রায় দু'হাজার ডিগ্রি ও অনার্স পর্যায়ের কলেজ এবং প্রায় ১৬ লাখ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী টেনশনমুক্ত হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং শিক্ষক নেতা অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমদ জানান, দেশের গরিব জনগোষ্ঠীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষার ঠিকানা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে তা সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে।

কমিটির সর্বশেষ সভা মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি)

জাতীয় : পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

জাতীয় : বিশ্ববিদালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সূত্র জানায়, সরকারের কাছে এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়ার আগে তা আগামী সপ্তাহে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।

গত ২৫ মার্চ সরকারি এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামকে সভাপতি করে গঠিত ১১ সদস্যের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির ৫টি কাজ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। সেগুলো হচ্ছে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজের অধিভুক্তি ও আনুষঙ্গিক ক্ষমতা অর্পণের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন (কলেজভিত্তিক) এবং এ লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান আইনে কি ধরনের সংযোজন ও সংশোধন সম্পর্কে সুপারিশ, সুপারিশকৃত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ ও আওতাধীন কলেজের তালিকা তৈরি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসব কলেজ রাখা হবে তার তালিকা তৈরি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের নিমিত্তে করণীয়। উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির এসব সদস্যরা হচ্ছেন, ইউজিসির একজন সদস্য, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, পটুয়াখালী এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), গোলাম রাব্বানী এবং ইউজিসির সচিব মোঃ খালেদ।

বৈঠক সূত্র জানায়, ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়কে পরে এক একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেয়ার মতো করে গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে গড়ে তোলার সুপারিশও করা হচ্ছে। বৈঠকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রেরিত সুপারিশও পর্যালোচনা করা হয়। মূলত তারই ভিত্তিতে কমিটি এটি ভেঙে দেয়ার অবস্থান থেকে সরে এসেছে। ওই সুপারিশেই মূলত বিশ্ববিদ্যালয়টি না ভেঙে ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার কথা বলা হয়েছিল। কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরই দুই উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ খান ও অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ। এছাড়া তিন ড. আবু রায়হান এবং ডরপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার শহীদুর রহমানও সদস্য ছিলেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে দেয়ার অবস্থান থেকে সরে আসার কারণ সম্পর্কে কমিটির সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, যে ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে দেয়ার কাজ শুরু করেছিলাম, বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে এখন মনে হচ্ছে সেটি সম্ভব নয়। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের তদারকি, দুর্নীতি রোধ এবং এর গতিশীলতা ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমানোর জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কলেজগুলোকে তদারকির অধীনে আনার দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়া যেতে পারে। তিনি জানান, এ ধরনের সুপারিশ বিগত ৯৭ সালের শামসুল হক কমিশন এবং তারও আগে কুদরাত-ই-খুদা কমিশনেও ছিল। আমরা সমগ্র বিষয়টি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চিন্তা-ভাবনার আলোকে ও তাদের মতামতকেও সম্পৃক্ত করতে চাই।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন, কমিটি যে সুপারিশ করতে যাচ্ছে তার সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন একমত। আমাদের পক্ষ থেকেও বিশেষজ্ঞ কমিটিকে এ ধরনের সুপারিশ করা হয়েছিল।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, দেশের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার স্থান হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এ অধিকার সুরক্ষা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে নানা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এখন প্রয়োজন বিরাজমান অরাজকতা দূর করে একে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করা।